স্বাস্থ্য সেবায় আলোর মিছিল

নভেম্বর ২০১৩

স্বাস্থ্য খাতে সাফল্যের পাঁচ বছর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি জনগণের মৌলিক অধিকার। **'সুস্থ জাতি উন্নত দেশ'** এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশের জনগণের মান সম্মত স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য খাতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতি পাঁচ বছর পর পর এদেশের মানুষের চাহিদার নিরিখে নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সেক্টরে নানাবিধ কর্মসূচি প্রণয়ন করছে। Health Population Nutrition Sector Development Program নামে পাঁচ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে স্বাস্থ্য সেক্টরে Multisectoral Approach এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করেছে। শিশু মৃত্যু বর্তমানে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৪৩ যা সম্ভব হয়েছে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, শিশু রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ডায়রিয়া এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ জনিত রোগের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয়েছে এবং দেশের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।

দরিদ্র গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিস্টেম কার্যকর করা হয়েছে। নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যকরী ভূমিকার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতিসংঘ কর্তৃক 'সাউথ সাউথ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, এর Allocation of Business অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মপরিধি নিম্নরূপ-

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ;

২. মেডিকেল, নার্সিং, ডেন্টাল, ফার্মাসিউটিক্যাল, প্যারা-মেডিকেল এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা পরিচালনা;

৩. ফার্মাসিউটিক্যাল এবং মেডিকেল পণ্যের উৎপাদন এবং মাননির্ধারণ;

৪. ঔষধ, আমদানি এবং রফতানিতে মান নির্ধারণ এবং হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ পরিত্যক্ত ফার্মাসিউটিক্যাল বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ;

৫. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন, প্রতিষেধক, আরোগ্য এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত;

৬. স্বাস্থ্য এবং এ সম্পর্কিত জাতীয়/আন্তর্জাতিক সরকারি মঞ্জুরি প্রাপ্ত এসোসিয়েশন/সংস্থা, যেমন- রেডক্রিসেন্ট, টিবি এসোসিয়েশন, ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন, ফার্মাসি কাউন্সিল, পুষ্টি কাউন্সিল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল ইত্যাদির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা দান;

৭. জনস্বাস্থ্য, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণ, মহামারী, সংক্রামক এবং ছোঁয়াচে রোগের নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য বীমা, খাদ্য, পানি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্যের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান প্রতিরোধ, পুষ্টি গবেষণা, শিক্ষা এবং অপুষ্টি সংক্রান্ত রোগ, স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়াদি;

৮. চিকিৎসা পেশার মান নির্ধারণ ও এ সম্পর্কে বিধি-বিধান এবং চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সমন্বয় সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৯. মাদক নিয়ন্ত্রণ;

১০. দুগ্ধজাত খাবারের নিয়ন্ত্রণ;

১১. নদী বন্দর এবং বিমান বন্দরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান;

১২. জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ;

১৩. হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থাপনা;

১৪. মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক এসোসিয়েশন/সংস্থা;

১৫. মাদক, ঔষধ, দুগ্ধজাত খাদ্য এবং তামাকের আপত্তিকর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ;

১৬. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি;

১৭. সিভিল সার্ভিসের জন্য মেডিকেল পরীক্ষা এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন।

একনজরে স্বাস্থ্যখাতে সাফল্য

- শিশু মৃত্যু (৫ বছরের নিচে) হ্রাস পেয়ে বর্তমানে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৪১ -এ দাঁড়িয়েছে। ২০০৭ সালে যা ছিল ৬৫। মাতৃমৃত্যু হ্রাস পেয়ে বর্তমানে প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৯৪ -এ দাঁড়িয়েছে । ২০০১ সালে তা ছিল ৩২০। অর্থাৎ বাংলাদেশ শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে।
- শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির অসামান্য সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ ২০০৯ সালে এবং ২০১২ সালে গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস্ এন্ড ইমুনাইজেশন (GAVI) শ্রেষ্ঠ এওয়ার্ড লাভ করেছে।
- বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১.৩৭। ২০০৮ সালে তা ছিল ১.৪১। বাংলাদেশে মহিলা প্রতি গড় সন্তান গ্রহণের হার বর্তমানে ২.৩। ২০০৭ সালে তা ছিল ২.৭।
- মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালের ৬৫ -র তুলনায় তা এখন ৬৯ বছর হয়েছে।
- বিসিএস এর মাধ্যমে ২,৫৩২ জন চিকিৎসকসহ এ সরকারের আমলে ৬,৬৬৫ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হাসপাতাল সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪,৮৪৭ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- ৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ (কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, গাজীপুর এবং কুষ্টিয়া) শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে।
- নার্সিং জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য ১২টি নতুন নার্সিং ইনস্টিটিউট শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। নার্সিং শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার জন্য ৭টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীত করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন হাসপাতালে ২৬৭টি এম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে দুর্গম হাওর অঞ্চলের জন্য ১০টি নৌ এম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে।
- কমিউনিটি পর্যায়ে ১,৪৪১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণসহ ১২,৪৪৮টি বর্তমানে চালু আছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে ১৩,২৪০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতি বছর কিছু কিছু ৩১ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা হাসপাতাল ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এরূপ ১৩৬টির মান উন্নয়ন করা হয়েছে। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা হাসপাতালের মোট সংখ্যা বর্তমানে ২৭২টি।
- মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালগুলোতে প্রায় ২,৫০০ শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ করে চালু করা হয়েছে। মুগদায় আরেকটি ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ সম্পন্ন করে চালু করা হয়েছে।

আগারগাঁও এ ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসাইন্স চালু করা হয়েছে।

- পুষ্টির মান উন্নয়নের জন্য পুষ্টি সেবাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মূলস্রোতে আনা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিককে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর হার ৯৫% এ উন্নীত হয়েছে।
- দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে উৎপন্ন ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।
- খাদ্যে ভেজাল নিরূপনের সামর্থ বৃদ্ধির জন্য ঢাকার মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে একটি আন্তর্জাতিক মানের ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।
- সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) মোবাইল ফোন স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম চালু হয়েছে।
- ১৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে এর দ্বারা গ্রামীণ জনগোষ্ঠি বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন।
- গর্ভবতী মায়েদের মোবাইল প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় গর্ভ ও প্রসূতি সেবা প্রদান চালু করা হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অনলাইনে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে।
- ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১২ মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাভ করেছে।
- মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশু খাদ্য আইন-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিশু মৃত্যুহার কাঙ্খিত হারে কমিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর ২০১০ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।
- স্বাস্থ্য উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট" শীর্ষক সাউথ সাউথ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।